Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৯ নভেম্বর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৮ নভেম্বর, ২০২২, সোমবার, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯

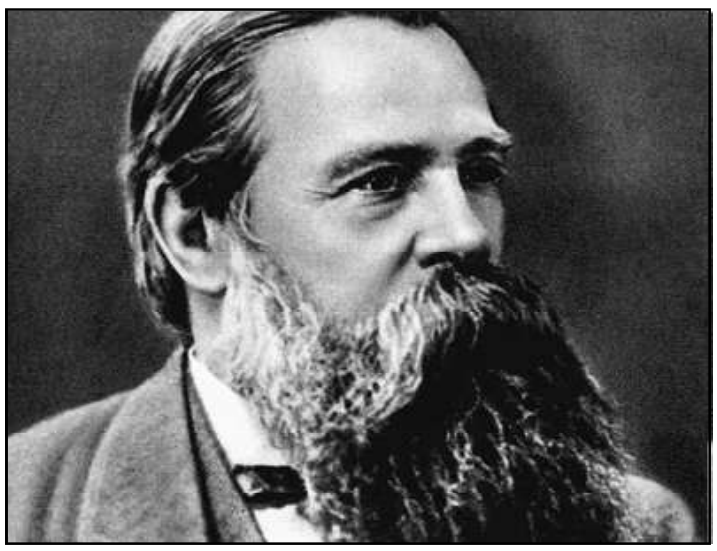

আজ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা, মার্কসের অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর ২০৩ তম জন্মদিন।

## সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে চলছে গ্রামে গ্রামে প্রথম পর্যায়ের পদযাত্রা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর** : সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে গ্রামে গ্রামে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষ জোট বাঁধছেন। প্রতিদিনই চলছে গ্রাম জাগাবার পদযাত্রা। চোর-জোচ্চোরদের তাড়াতে হবে, মানুষের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সহ বিভিন্ন দাবিতে পদযাত্রাগুলি চলছে। ১০০ দিনের কাজ চালু করা ও বকেয়া মজুরি মেটানো, সারের কালোবাজারী বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে সোমবার কালনা-১ ব্লকের কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা হয়। গ্রাম জাগাও, চোর তারাও, রাজ্য বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে এদিন বিজয়নগর গ্রামে পদযাত্রা শুরু হয়। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন—মহিলা নেত্রী স্মৃতিকণা রায়। বিভিন্ন বুথ পরিক্রমা শেষে মালতীপুর মোড়ে জনসভার মধ্য দিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়। প্রায় প্রতিটি বুথেই এই জাঠা মিছিলকে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ, শ্রমিক নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল শিকদার, আলিম শেখ প্রমুখ।

গলসী ২নং ব্লকের কৃষকসভা, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, সিটুর উদ্যোগে ‘গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও, বাংলা বাঁচাও ও লুটেরাদের হাত থেকে গরীব মানুষের পঞ্চায়েতকে রক্ষা করো’—এই দাবিকে সামনে রেখে ভুড়ি অঞ্চলের উড়া গ্রাম থেকে পদযাত্রা সংগঠিত হয়। লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে শতাধিক মানুষ ডালিমগড়িয়া, ভুঁড়ি, সন্ত্রাস কবলিত গ্রাম গোমটপুর, রাঘবপুর, ঘোষকামালপুর হয়ে জুজুটি মেলার মাঠে পদযাত্রার সমাপ্তি ঘটান। মিছিলের নেতৃত্ব— খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা কাজী জাফর আলী, কৃষকসভার নেতা সাইফুল হক শ্রমিক নেতা মুস্তাক হোসেন, মহিলা নেত্রী মণিমালা দাস। মিছিলে ছিলেন রাজ্য কৃষক আন্দোলনের নেতা সৈয়দ হোসেন। সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন।

## কালনায় ঋণগ্রস্ত তাঁতশিল্পী আত্মঘাতী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ নভেম্বর** : ঋণে জর্জরিত হয়ে নিজের তাঁতঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন এক তাঁতশিল্পী স্বপন বসাক (৪৮)। বাড়ি কালনা থানার গ্রামকালনা গ্রামে। তাঁর দাদা উত্তম বসাক জানান, ভাই পুরাতন ঘর ভেঙে নতুন ঘর তৈরি করছিল। তাই ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী এবং একমাত্র শিশুকন্যাকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই তারা তাঁত ঘরেই ঘুমাতো। ভাইয়ের বউ সুমিত্রা বসাক সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখে ভাই তাঁতঘরেই ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এদিনেই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। মৃত স্বপন বসাক তাঁত বুনে সংসার চালাতো। কিন্তু করোনা ভাইরাস, লকডাউন, ইয়াস ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব সর্বোপরি পাওয়ারলুম কালনার হস্ত

চালিত তাঁতশিল্পকে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে দেয়। এই অবস্থায় স্বপন বসাক সারাদিন তাঁত পিটিয়ে মাত্র ১০০ টাকা ১৫০ টাকা উপার্জন করতেন। এই রোজগার দিয়ে সংসার না চলায় বাজারে ঋণ হয়ে যায়। তার উপরে নতুন ঘর বানাতে গিয়ে আরো ঋণের বোঝা তার মাথায় চেপে বসে। বাজারে ধার দেনা করেও ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করতে না পারায় তিনি হতাশায় ডুবে যান, সেই হতাশা থেকেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন বলে পরিবারের লোকজনের দাবি।

উল্লেখ্য, কালনা মহকুমায় ষাট হাজার মানুষ এই হস্তচালিত শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু তাঁতশিল্পী কাজ হারান। প্রায় তাঁতের মাকুর আওয়াজ থেমে গেছে। তাঁতঘরে শুধু প্রায় ফাঁকা তাঁতগুলো সারি সারি অযত্নে পড়ে আছে। এই চিত্র কালনা মহকুমা কালনা শহর, ধাত্রীগ্রাম, কাদিপাড়া, পূর্বস্থলীর নশরতপুর, সমুদ্রগড়, মাজিদা, শ্রীরামপুরের মতো তাঁতশিল্প নিবিড়

—এরপর চারের পাতায়

## ওয়েবসাইট জাল করে অবৈধ বালি পাচার ধরা পড়েছে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর** : সরকারি ওয়েবসাইট নকল করে ডুপ্লিকেট চালান তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বালির গাড়ির অবৈধ পাসিং। বিশ্বস্ত সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সেই তথ্য পাওয়ার পরই পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ তদন্তে নেমে আন্তঃজেলা জাল চালান চক্রের চার কারবারিকে পাকড়াও করেছে। নকল চালান তৈরি করে যে পরিমাণ বালি ইতিমধ্যেই পাচার করা হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় একশো কোটি টাকারও বেশি হতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘বেশ কয়েকটি জেলার বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত বড় মাথারা জড়িত রয়েছে এই চক্রের সঙ্গে। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের হদিস করা হবে।’’ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে দু’জনকে ধরা হয়েছে খণ্ডঘোষ থানারই পলেমপুর এলাকা থেকে। অন্য দুজনকে ধরা হয় খণ্ডঘোষ থানার খেজুরহাটি এলাকা থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত লায়েক আজাহারউদ্দিন, মীর আবু সিদ্দিক, শেখ মনোজ ওরফে সরাফউদ্দিন ও শেখ মনিরুল হোসেন। এদের মধ্যে শেখ মনোজের বাড়ি বর্ধমান থানার লস্করদীঘি এলাকায়, মনিরুলের বাড়ি রায়না থানার জোৎসাদি গ্রামে। অন্য দুজন খণ্ডঘোষ থানা এলাকারই বাসিন্দা। অবশেষে পুলিশ বোলপুর থেকে আল্লারাখা ওরফে রাকুকে ২৭ নভেম্বর গ্রেপ্তার করেছে। শাসকদলের সঙ্গে এদের যোগ আছে বলে এলাকা সূত্রে জানা যায়।

## এস.এফ.আই-এর মশাল মিছিল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ নভেম্বর** : ছাত্র সংসদ নির্বাচন করেনি শাসক দল নিজের দলের লোককে বাঁচাবার স্বার্থে। যতবার নির্বাচনে গেছে নিজেদের গোষ্ঠী সংঘর্ষে কলেজ উতপ্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশকে শেষ করে দিয়েছে। রেজাল্ট কেলেঙ্কারি, নিয়োগ দুর্নীতি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে এস.এফ.আই লাগাতার আন্দোলনে আছে। এবার নার্স কোয়ার্টার মোড়ে সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় সভা করল এস.এফ.আই। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বর্ধমান শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের দাবিতে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য

—এরপর চারের পাতায়

## কালনা ও মেমারিতে রক্তদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ নভেম্বর** : আমূলের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ভার্গিস কুরিয়ানের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মেমারি স্বপ্নপুরী লজে স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবির হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ৭৫ জনের হার্ট ও ব্লাড সুগার নিখরচায় পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি রক্তদান শিবিরে মোট ৯০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। দুধ চাষিদের পরিবারের স্বার্থে তাদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা রাখা হয়েছে। রক্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

সি আই টি ইউ-এর কালনা শহর সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় মা ভবানী লজে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী, কেশব ঘোষ, স্বপন ব্যানার্জি, জনা মুখার্জি, সঞ্জিত মুখার্জি

প্রমুখ। বাস, অটো, টোটো, নির্মাণ ক্ষেত্রের একজন মহিলা সহ মোট ৫০ জন শ্রমিক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

## গ্রামীণ নবান্ন উৎসব এখন বাবুদের উৎসবে পরিণত হয়েছে

**কিশোর মাকড়** : যে নবান্ন একসময় গরিব, ক্ষেতমজুর সহ সারা গ্রামের উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠত সবাই, এখন সেই গরম ভাত এখন ব্রাত্য গরিব, খেতমজুরদের কাছে। যে গরিব পাড়ায় একসময় অন্নপূর্ণা ঠাকুর সঙ্গে দুদিন ধরে যাত্রাপালা হতো এখন বড়ো বিষাদের সুর নেমে এসেছে পাড়ায়। ১০০ দিনের কাজ করে টাকা নেই। ১০০ দিনের কাজও বন্ধ। চাষি ধান তোলার কাজে মেশিন ব্যবহার করায় কাজ খেয়ে নিয়েছে। চাষে বারবার লোকসান ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। ভাগে চাষ মানেই লোকসানের কবলে। সদরের পরেশ দাস দু’বিঘা যেটুকু চাষ করে তাও আবার খোলা বাজারে লোকসানে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। গালভরা কিষানমান্ডি তাদের কাছে দুর অস্ত। আবার আগের মতো বাবুদের কাছে নতুন ধান, কর্জ করতে হয়। ‘নতুন ধান্যে হবে নবান্ন , তোমার ভবনে ভবনে।’—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির বর্ণনায় ভবনে ভবনে নবান্ন ছবি হারিয়ে গেছে। আবার জায়গা পেয়েছে বাবুদের উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান ঘরে তোলার সময় পালিত হয় নবান্ন। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমদিকে বা

মাঝামাঝি উদ্‌যাপন করা হয় নবান্ন উৎসব। ১ অগ্রহায়ণ বাড়ির গৃহকর্তা মুট এনে নবান্নের সূচনা করেন। ধান ঢেঁকিতে ভেঙে তৈরি হয় চাল। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। ‘নবান্ন’ শব্দের অর্থ ‘নতুন অন্ন’। নবান্ন উৎসব হল নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব।

নবান্ন উৎসব-এর অন্যতম প্রথা হচ্ছে কাকবলি। একটি কলার ডোগায় নতুন চাল, কলা, নারকেল নাড়ু। প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে কাকের মাধ্যমে ওই খাদ্য মৃতের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়। এই উৎসবে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি করা হয় পিঠা পায়েস, ক্ষীর-সহ নানা রকম খাবার। নয় রকমের ভাজা। সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। সোনালি ধানের প্রাচুর্য আর বাঙালির নবান্ন ঘিরে অনেক কবি-সাহিত্যিকের লেখায় উঠে এসেছে প্রকৃতির চিত্র।

# নতুন চিঠি

২৮ নভেম্বর, ২০২২


## প্রশ্নের মুখে

‘করে দিলাম’, ‘দিয়ে দিলাম’—বলতে অভ্যস্ত ‘দুয়ারে সরকার’ এবার রাজ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন। গত চার মাসে ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা কমেছে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি। প্রবল মন্দার সময়ে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে জোর দেওয়ার কথা বলেন দেশবিদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদরা। আর পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে সরকারের অনুপ্রেরণায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিধবা, প্রতিবন্ধী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ সুরক্ষা ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আসলে এই রাজ্যে ভাতাগুলি ‘দুয়ারে সরকার’-এর মনগড়া কৃপা প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। এই সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ভাতাগুলিকে ‘কৃপা’ বা ‘ডোল’ মনে করে—এজন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে কাটছাঁট শুরু করেছে এই সরকার। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ভাতার আওতায় যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে ছেঁটে ফেলা হয়েছে ১,২৫,১৫৮ জনের নাম। ৯৬ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভাতা বন্ধ, এমনকি প্রায় ২২ হাজার বিধবার ভাতা বন্ধ হয়েছে। এমনি করে প্রায় ৩ হাজার প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতার বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ভাতা প্রাপকদের লক্ষ্যমাত্রা চুপিসারে কমিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে সরকার, এইসমস্ত মানুষকে যারপরনাই দুঃখদুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। সামনের যে কঠিন শীত আসছে, তার মোকাবেলা কি করে করবেন এই সমস্ত মানুষ? আবার অনেকেই নতুন করে ভাতা মিলবে সেই আশায় আবেদন করে বসে আছেন, তারা জানতেও পারছেন না ‘দুয়ারে সরকার‘ বা তাদের আপনজন হিসেবে যাকে ভেবেছিলেন সেই ‘মা-মাটি-মানুষ’-এর সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে আস্তে আস্তে হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন। ভাতা মিলছে না। সামাজিক সুরক্ষা থেকে কেন্দ্রের মোদী সরকার যখন হাত গুটিয়ে নিতে চায়, কেন্দ্রের নীতি বিরোধী আন্দোলন না করে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুরক্ষা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি না করে, কলতলায় ঝগড়ার বাতাবরণ তৈরি করে এই রাজ্যের মানুষকে ভুল পথে চালিত করতে চাইছে ‘দুয়ারে সরকার’। আসলে কোটি কোটি টাকার ক্যাম্প করে তারা চকচকে আলোর ধাঁধায় জনগণের চোখে ধুলো দিতে চাইছেন। প্রশ্নের মুখে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প!

**গোপা সামন্ত প্রণীত ‘রাইন থেকে গঙ্গা’ গ্রন্থের ১৯ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন বর্ষীয়ান কবি নীলা কর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা, দেবেশ ঠাকুর, শ্যামলরণ সাহা, শ্রাবণী বসু, অনন্য ভট্টাচার্য প্রমুখ। উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল ‘শ্রুতিবাক’। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার।**

## জমিতে নাড়া পোড়ানো নেভাতে গিয়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মাঠেই মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ নভেম্বর, মেমারি** : জমিতে নাড়া পোড়ানো নেভাতে গিয়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মাঠেই মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম দিলীপ চক্রবর্তী (৭২)। এই ভয়ানক ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি থানার কলানবগ্রাম এলাকায়। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চরম আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনের লাগাতার প্রচার ও সচেতন করার পরেও জমিতে নাড়া পোড়ানো বন্ধ হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমির ধান তুলে নেওয়ার পর ধানের গোড়াগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য এদিন নিজের জমিতেই আগুন ধরিয়ে ছিলেন দিলীপ বাবু। পরে সেই আগুন পাশের জমিতেও ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চোখের সামনে অন্যের জমির ধান পুড়ে যাচ্ছে দেখে দিলীপ বাবু মাঠেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। আর তখনই জমির আগুনের গ্রাসে দগ্ধ হয়ে যান ওই ব্যক্তি। এলাকাবাসীর নজরে আসার পরই ওই ব্যাক্তিকে কোনরকমে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসেন তারা। খবর দেওয়া হয় মেমারি থানায়। পুলিশ এসে দেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

# সুকুমার রায়ের প্রবন্ধে বিজ্ঞান

**বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস**

কে না জানে আজগুবি, উদ্ভট ভাবনার, হাস্যরসের, মজার ও বাইরে মজার প্রচ্ছদ ভেতরে গভীর ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, উপহাসের প্রবাদপ্রতিম ছড়াকার সুকুমার রায়? মনে হয় তাঁর আজগুবি, উদ্ভট ভাবনার জুড়িহীন তাজমহলের দীপ্তির ছটায় কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে তাঁর স্বচ্ছ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের উপহার। তাঁর বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা ও সংক্ষেপে তাঁর বিজ্ঞান-ভাবনাকে তুলে ধরার এটা একটা বিনম্র প্রয়াস।

বিজ্ঞান তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রসসাহিত্যের উঠানে ও বিজ্ঞানের খোলা মাঠে অনায়াস বিচরণ। তাঁর দুই ভাই সারদারঞ্জনের ও মুক্তিদারঞ্জনের গণিতে ছিল বিরল দখল। তাঁর পিসেমশাই হেমেন্দ্রনাথ বসু কুন্ডলীন, দিলখোস এবং নানা রকম উদ্ভাবনের জন্যে যথেষ্ট নাম-যশ পান। ছোটবেলা থেকেই সুকুমার রায় নতুন কিছু জানলেই ও দেখলেই তা হাতে কলমে করতে লেগে যেতেন। ১৯০৬ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে ডবল অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যান। কী শিখতে? মুদ্রণ বিদ্যার কারিগরি শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে। এই সুকুমার রায় যে বিজ্ঞানের নানা শাখায় ও শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান ভাবনার সঙ্গে বেশি যুক্ত তেমন বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ লিখবেন তা খুবই স্বাভাবিক।

এশিয়া পাবলিশিং প্রকাশিত ‘সুকুমার রায় সমগ্র’ অনুসরণ করে সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখেছেন, তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা একশো একুশ। এর মধ্যে বিরানব্বইটি প্রবন্ধ সরাসরি কারিগরি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে, পদার্থবিদ্যায় ২টি, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ৮টি, ভূগোল ও ভূবিদ্যায় ৭টি, জীববিজ্ঞানে ৪১টি, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ২টি, শিল্পোদ্যোগে, আবিষ্কার ও মানব হিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে ৩২টি প্রবন্ধ।

সুকুমার রায়ের সরস লেখনীর জাদুতে বিজ্ঞানের গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য। তাঁর আগে বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় লেখা হলেও, রচয়িতাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায় সহজাত প্রসাদ গুণে ঝরঝরে ভাষার সাবলীলতায় তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। বিদেশের ডাকসাইটে কিশোর বিজ্ঞান পত্রিকা Chane & Boy's Own Paper তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, প্রাণিত করেছিল। ৬০-এর দশক থেকে যে গণবিজ্ঞান আন্দোলন বাংলাদেশে জোরালো হয়ে উঠেছিল, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তিনি ছিলেন তার পথিকৃৎ।

তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর আধুনিকতার সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপনা ও উপভোগ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল; আধুনিক বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রবন্ধের মধ্যে গগার্ডের রকেট উদ্ভাবন নিয়ে লেখা ‘চাঁদমারি’ প্রবন্ধটি অত্যন্ত স্মরণীয়।

লন্ডনের পাতাল রেলের বর্ণনা দিয়ে তিনি ‘ভুঁইফোঁড়’ প্রবন্ধে লিখেছেন যে কলকাতায় শীঘ্র সুড়ঙ্গ রেল চালু হতে যাচ্ছে। ৬০ বছর পর তা বাস্তবে ঘটেছিল। এটা তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

‘রাবণের চিতা’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন গিরিডির এক কয়লাখনির কথা। সেখানে মাটির তলায় কয়েক বছর ধরে আগুন জ্বলছিল। সম্প্রতি ধানবাদের কাছে ইস্টার্ন কোলফিল্ড কর্তৃপক্ষের এলাকায় একটা রাবণের চিতা জ্বলার খবর বের হয়। তা প্রায় ২০ বছর ধরে জ্বলছে।

‘সেকালের কীর্তি’, ‘প্রাচীন কালের মিশর’ ও ‘মানুষের কথা’ প্রবন্ধে মানুষ সম্পর্কে ও সুদূর অতীতের বিস্তারিত তথ্য জানার আগ্রহকে তিনি উসকে দিয়েছেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী মনে। সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় তিনি বেবুনের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘‘যে সব

বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চারপায়ে চলে, যাদের লেজ বেঁটে, আর গালের মধ্যে থলি ও পেছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো ঢিপি তারা হল বেবুন। এর থেকে সহজতর ও সম্পূর্ণতর তথ্য পরিবেশন সম্ভবত বাংলা ভাষায় নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর প্রবল অনুরাগ। তিনি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নীহারিকা এবং সৌর জগতের সৃষ্টি ও সম্ভাব্য ধ্বংস বিষয়ে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন।

প্রতিশব্দ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা পুরো বাদ দিয়ে শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বে প্রাজ্ঞ তিনি নিজের মতো করে অনেক ভেবে-চিন্তে বিজ্ঞান বিষয়ে সহজ-সরল প্রতিশব্দ সৃষ্টির সফল জনক। সাবমেরিনকে তিনি লিখেছেন ডুবুরি জাহাজ, টিউব রেলকে ভুঁইফোঁড়, এক্স-রে-র ছবিকে হাড্ডিসার ছায়া, কলভেক মিররকে সরার মতন গর্তনওয়ালা আয়না। তাঁর ধাঁধাতেও বিজ্ঞানের উপাদান ও মালমশলা যথেষ্ট। Anagram, logic games প্রভৃতি ধাঁধা সমাধানে প্রবল অনুসন্ধিৎসা, মেধা ও নিয়মিত ও গভীর অনুশীলনের প্রয়োজন। তিনি এমন বিজ্ঞান মেশানো ধাঁধাতে শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে মাতাতে, তাতাতে চেয়েছেন।

ব্যবহারিক যে সব বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন তা সবই অন্তত আমাদের দেশের পটভূমিতে আধুনিক। এরোপ্লেনে ডাক চলাচল এদেশে চালু হবার অনেক আগেই তিনি লিখেছেন তার সম্ভাবনার কথা। এদেশে বেতার অনুষ্ঠান চালু হবার পাঁচ বছর আগেই তিনি লিখেছেন ‘আকাশবাণীর কল’ শব্দ দুটি।

তিনি ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ১৯১৮ সালে ডারউইনের জীবনী ও বিবর্তনবাদের ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে ঘোড়ার জন্ম, সেকালের বাদুড়, সেকালের লড়াই, মানুষের কথা ইত্যাদি প্রবন্ধে হাতে কলমে বিবর্তনের কথা ও তার সাক্ষপ্রমাণ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন

কিশোর মনস্তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে, তাই তিনি তাদের বিশেষ আগ্রহের ও আকর্ষণের কথা মাথায় রেখে জীবজন্তুর বিচিত্র গল্প উপহার দিয়েছিলেন। ‘জীবজন্তু’ নামে ‘সন্দেশ’ পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত যে গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে তার জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত এবং সেগুলো অবশ্যই শিশু-কিশোর মনজয়ী। তাঁর ভাই সুবিনয় রায়কে ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে বাদ দিলে এমন ধরনের লেখায় তাঁর কোন জুড়ি ছিলেন না।

গল্পচ্ছলে সারা পৃথিবীর অদ্ভুত, বিচিত্র প্রাণী, প্লাটন, বিভার, পেকারি, পিরান্ হা, গিলা মনস্টার, ম্যানড্রিন ইত্যাদি প্রাণীর জীবনধারণের বিচিত্র রীতিনীতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

এছাড়াও সার্কাস, শিকার, চিড়িয়াখানার কিছু উপভোগ্য গল্প তিনি সংকলন করেছেন। অবশ্যই বিদেশি নামি পত্র-পত্রিকার সহায়তা নিয়ে।

একটু ভিন্নধর্মী প্রবন্ধে তিনি উদ্ভিদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি, জানোয়ারের অভিবাসন (migration) ও নিশাচর প্রাণীদের অভিযোজন নিয়েও মূল্যবান তথ্য উপহার দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরনের আলোচনা জগদানন্দ রায় ও গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ সার্থকভাবে করেননি।

উপসংহারে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে, আজগুবি ও নির্মল, উদ্ভট হাস্যরসের সিংহাসনে বসে তিনি কোহিনূর মণিমুকুট ধারণ করলেও, শিশু কিশোরদের বিজ্ঞান-ভাবনার প্রসারের জন্য তিনি যেভাবে ও সচেতনভাবে ঝরঝরে ভাষায় নানা প্রবন্ধ ও গল্প উপহার দিয়েছেন, তার জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধ ও গল্প লেখকদের সঙ্গে তাঁকে প্রথম সারিতে গৌরবের স্থান দেওয়া যায়।

তথ্যঋণ : সুকুমার রায় পরিক্রমা গ্রন্থের নানা প্রবন্ধ ও কিছু পত্র-পত্রিকা

## রামচন্দ্রনের জন্ম শতবর্ষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর** : ‘জাগরী’ সভাগৃহে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জি, এন, রামচন্দ্রনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। বক্তব্য রাখেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ দাস মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অভীক্ষার পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

# অন্য সংস্কৃতি

## গ্রন্থ আলোচনা

# ‘চিন্তার সৃজন’ উৎপ্রেরক হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম

গত শতকের আশি ও নব্বই দশকের পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ও সর্বভারতীয় ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়ের ‘চিন্তার সৃজন’ বইটি নামকরণেই স্বাতন্ত্রচিহ্নিত।

‘চিন্তার সৃজন’ বইটির নামকরণের মধ্যে এটা স্পষ্ট যে, লেখক তাঁর মননজাত চিন্তাচেতনার বহুস্তরিক ভাবনাকে প্রকাশ করতে আগ্রহী। তবে এই সৃজনশীল চিন্তার সবটুকুই আবর্তিত হয়েছে সমকালের দেশ-কাল-সমাজ মথিত রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। একথা সত্যি যে, একজন অনুভূতিসম্পন্ন ও সংবেদনশীল মানুষ সমকালের সমাজ-পরিপার্শ্বের নানাবিধ অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ হয়েই অর্জন করেন এক বিশেষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞান।

তথাকথিত বামপন্থী পরিবারের সন্তান না হলেও পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত এক উদার-মুক্ত চেতনা দিয়ে সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আলোড়িত হয়ে কিভাবে বামপন্থী রাজনীতিতে লেখক যুক্ত হলেন তার বিবরণ রয়েছে বইটিতে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পড়াকালীন বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ, এস.এফ.আই-এর সদস্য হিসেবে ছাত্র-রাজনীতিতে যোগদান এবং অতঃপর রাজকলেজে পড়াকালীন আরও নিবিড়ভাবে সংগঠনের কাজে সংযুক্ত হয়ে কিভাবে সময়ের দাবিতে শেষ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বের পদে আসীন হলেন তার চমকপ্রদ বিবরণটি এই বইটির এক আকর্ষণময় আখ্যান হয়ে উঠেছে।

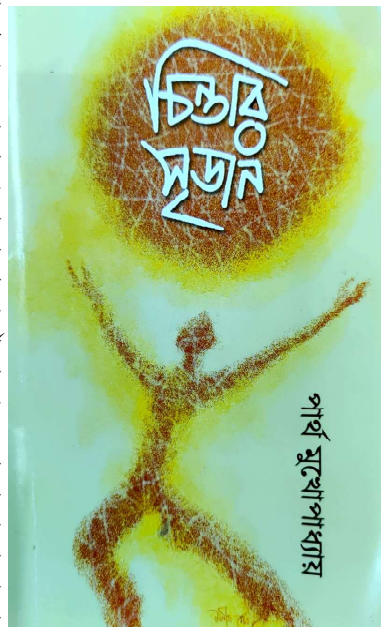


লেখক যখন ছাত্র সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে সারা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনকে একসূত্রে গেঁথে নানা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করছেন তখন এই বাংলায় বামপন্থী সরকারের অবস্থান ও ভিত্তি অনেক দৃঢ়। এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজে তথাকথিত দক্ষিণপন্থী শক্তির সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করেই এস.এফ.আই-এর সংগঠনকে প্রসারিত করতে পেরেছিলেন বলে তিনি গর্বিত। অবশ্য এ গর্ব তার নিজস্ব নয়, লেখক এ প্রসঙ্গে বারেবারেই উল্লেখ করেছেন তাঁর সমকালের সতীর্থ-সহযোদ্ধা ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের কথা।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ধমান শহরে আধা সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ও পরিবেশের স্থিতাবস্থার কারণে আশি-নব্বইয়ের দশকেও বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলনের নেতাদের নানা বেগ পেতে হয়েছিল বিভিন্ন কলেজে এস.এফ.আই-এর কর্মসূচি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক শক্তির আর সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচালনায় কিভাবে এস.এফ.আই-এর আন্দোলনকে প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছিল তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে পার্থ মুখোপাধ্যায়ের বইটিতে।

ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় বর্ধমানের মতো রক্ষণশীল, তথাকথিত ধনী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ছেলেমেয়েদের বামপন্থী আন্দোলনে সামিল করার ক্ষেত্রে যে তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাকেই পরবর্তীকালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। তৎকালীন অবিভক্ত বর্ধমানের মতো শিল্প-কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্রিক নানা অঞ্চলের বিভিন্ন মানসিকতার মানুষজন ও নানা বর্ণ-ধর্ম শ্রেণি বিভাজিত জেলায় ছাত্র সংগঠনের কাজ করার সুবাদে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আন্দোলনে তিনি অর্জন করেছিলেন তাকে যথাযথাভাবে প্রয়োগ করেছেন লেখক পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং সাফল্যও পেয়েছেন অবধারিতভাবে।

সমগ্র বইটি পড়লে বোঝা যায়, ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনা করার সময় লেখক বিভিন্ন গ্রন্থের নিবিড় পাঠ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক তত্ত্বভাষ্য ও চিন্তা জগত থেকে তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসের উপকরণগুলি আত্মস্থ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পাঠ, অনুশীলন ও অধ্যয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনায় উপযুক্ত দিকনির্দেশ হিসেবে বইটিতে উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন লেখকের রচনার কথা। সেখানে বাঙালি লেখক থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের লেখার প্রতি লেখকের সশ্রদ্ধ মানসিকতার পরিচয় রয়েছে। ছাত্র-আন্দোলন-ছাত্র-সংগঠন তথা ছাত্র-রাজনীতির নানা বিষয়কে বোঝা ও বিশ্লেষণের জন্য যে বিভিন্ন গ্রন্থের নিবিড় পাঠ ও শ্রমসাধ্য অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেকথাই আরেকবার আমরা অনুভব করি পার্থ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে।

বামপন্থী আন্দোলনের পথ যে মসৃণ নয়, বরং নানা ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল পথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াতেই যে শেষপর্যন্ত বামপন্থার জয় সম্ভব হবে—এই প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে লেখাটির শেষপর্বে। লেখক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন আশির দশক থেকে পূর্ব ইউরোপ তথা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ভাঙন ও পতন, এদেশীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসি নেতাদের নীতিহীন রাজনীতি ও আরও পরে গৈরিক রাজনীতির কূটকৌশলে গোটা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার বাতাবরণ। সেই সঙ্গে ভোগবাদী দুনিয়ার আকর্ষণে পথভ্রষ্ট তরুণ ছাত্রদল কিভাবে বিপথগামী হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে হতাশাও যুক্ত হয়েছে লেখায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজস্ব বিশ্বাস ও প্রত্যয়েই স্থিত থেকেছেন এই বামপন্থী লেখক। গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছেন—‘আজ নয়, কাল নয়, কিন্তু পরশু মানুষের জয় নিশ্চিত’। এক নতুন সূর্যমুখী দিনের প্রত্যাশায় কবির চেতনায় অনুরণিত হয়েছে তিমিরবিনাশী সংগীত—‘কুয়াশার কুহেলিকা ঐ দেখো কাটছে / সূর্যের শরাঘাত অবিরাম’।

লেখক পার্থ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার স্মারক হিসেবে যে বিষয়গুলি লিখেছেন তা গ্রন্থবদ্ধ করার সময় তার নামকরণ নিয়ে দোলাচলে পড়েছিলেন। অবশেষে গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন ‘চিন্তার সৃজন’। গ্রন্থের ভূমিকা অংশেই বলেছেন, এই বইটি ছাত্র-আন্দোলনের তথাকথিত ইতিহাস নয়। আসলে রাজনীতি-জীবনের কথা লিখলেও লেখক তাঁর স্বকীয় সৃজনশীল মনোভঙ্গিকে অনেকটাই উন্মোচিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন বইটিতে। শিল্প-সাহিত্য সহ নানা বিষয়ে তাঁর অনুরাগ, উপলব্ধি এবং তাঁর মৌলিক কবি-প্রতিভাও অংশত প্রকাশ পেয়েছে বইটিতে। বইটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক চিন্তাতত্ত্বের ভাষ্য বলাটা যেমন ঠিক হবে না, তেমনি একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ছাত্র-আন্দোলনের তথা বামপন্থী আন্দোলনের একটি বিশেষ কালপর্বে ইতিহাসের প্রতিধ্বনি লিখতভাবেই অনুভব করা যায় বইটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে। তাই বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই বইটি থেকে সমকালের মুকুটে অতীতের ছাত্র-আন্দোলনের থেকে প্রাণিত হওয়ার কিছু উপাদান ও অনুষঙ্গ নিশ্চিতভাবেই খুঁজে পাবেন একথা অবশ্যই বলা যায়।

**চিন্তার সৃজন**
**লেখক : পার্থ মুখোপাধ্যায়**
**মূল্য : ১০০ টাকা**
**প্রকাশক : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন**
**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি**
**প্রচ্ছদ : মনীশ দেব**
**আলোচক : অনন্য ভট্টাচার্য**

## সংশয়

সব্যসাচী বাগ

যৌবন অতিক্রান্ত জীবন সন্ধ্যায়
দেখছি তোমায়
কখনো বাঁধিনি যাকে সুন্দরের
কোন তুলনায়
সেই তুমি আজো আছো
আপন গরিমায়

পাঁজরের নিচে চিনচিনে ব্যথা বয়ে
রয়ে গেছি মাপা দূরত্বে
তবু চোরা চোখ খুঁজেছে অহর্নিশ
শ্রাবণে আগুন দিয়ে তুমি
হেঁটে গেছ কুহকিনী
আজ যদি করতলে চুমো এঁকে
ওড়াও আকাশে—
ঠাহর হবে কি চালসের চোখে
উত্তর পঞ্চাশে?

# খড়কুটো

## ধারাবাহিক উপন্যাস

### কাকলি ঘোষ

**—গত সংখ্যার পর**

ঝরিয়া লজ্জা পায়। ওর গালে লালিমা ফুটে ওঠে।

—ধ্যাৎ, বলে ও ঘর ছেড়ে চলে যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অরিত্র জানালার কাছে দাঁড়ায়। ঝরিয়া...। ঝরিয়া এসে ওর জীবনটা এলোমেলো করে দিল। ওকে সবসময় কাছে পেতে ইচ্ছে করে। ওকে ঘিরে জীবনের কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। ওকে বড়ো ছুঁতে ইচ্ছে করে। কাছে পেতে ইচ্ছে করে। বাইরে মেঘ ডাকছে। প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠল। ঝড় এসে স্টুডিওর কাগজ, তুলি সব এলোমেলো করে দিল। ওপাশের ঘরে ঝরিয়ার জানালা বন্ধ করার শব্দ আসছে।

—বাবু, জানালা বন্ধ করুন, প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে।

—তুই এসে বন্ধ করে দিয়ে যা। ঝরিয়া ছুটে আসে জানালা বন্ধ করতে। তখনই পাওয়ার কাট। ঝরিয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয় অরিত্র। ঘরের ঝড় বাইরের ঝড়কে ছাপিয়ে যায়।

জ্যৈষ্ঠের এক কাটফাটা রোদে পোড়া দুপুর। ঝরিয়া শুয়ে ছিল। ওর শরীরটা ভালো নেই। ওর শরীরে আরেকজনের উপস্থিতি টের পাচ্ছে। ও ভাবে আঁকিয়ে বাবুকে জানানো দরকার। কিন্তু তার সঙ্গে ওর অতীতটাও তো আঁকিয়ে বাবুকে বলতে হবে। কোনো লুকোছাপা সে করবে না। করবেই বা কেন? তার জীবনে যা ঘটে গেছে তার জন্য সে কতটুকু দায়ী? কিন্তু আঁকিয়ে বাবু যদি তাকে ঘেন্না করে? সইতে পারবে সে? ঝরিয়া ভাবে— নাঃ তবুও তাকে সব বলতে হবে।

ঝরিয়া পায়ে পায়ে আঁকার ঘরে আসে, দেখে আঁকিয়ে বাবু ছবি আঁকতে ব্যস্ত। ও যে পাশে এসে দাঁড়িয়ে খেয়ালই করে না।

ঝরিয়া আঁকিয়ে বাবুর পিঠে হাত রাখে—বাবু, একটা কথা বলার ছিল।

অরিত্র ওকে জড়িয়ে ধরে। বলে, পরে শুনব।

—না, এখুনি শুনতে হবে। বাবু, আমি মা হতে চলেছি। অরিত্র লাফিয়ে ওঠে—তাই, তাহলে তো সানাই বাজাতে হয়। দিদির সঙ্গে কথা বলব। তোকে নিয়েই যাব দিল্লিতে।

আনন্দে মনটা নেচে ওঠে ঝরিয়ার। ভাবে আঁকিয়ে বাবুকে সব কথা জানানোর দরকার নেই। জানালে কি আঁকিয়ে বাবু তাকে মেনে নেবে? তারপর ভাবে, না তার সন্তানকে কোনো মিথ্যের মধ্যে জন্ম দেবে না সে। ঝরিয়া বলে—তার আগে আমার একটা কথা ছিল।

—কী কথা?

—আমার ফেলে আসা জীবনের কথা। আমি, আমি...। আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স বাবার সঙ্গে ঝগড়ার জেরে গ্রামের ঠাকুররা আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তিন দিন কুঠিতে আটকে রেখে অত্যাচার করে। তারপর আমার ছিবড়ে শরীরটাকে স্টেশনে ফেলে রেখে পালায়। তারপর অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতাল থেকে ছুটি হবার পর আমি একটা ট্রেন ধরে এখানে এসে পৌঁছাই। তারপর কাগজ কুড়ানি হই। তখন বুধন থাকত আমার সঙ্গে। তারপর হই বাড়ির ঝি। তারপর আপনার কাছে।

অরিত্র তুলিটা রেখে বলে ওঠে—ছিঃ, তোর অতীত এত নোংরা। তোকে আমার ঘেন্না হচ্ছে। না না তোর সঙ্গে আমি সারা জীবন কাটাতে পারব না। একটা এঁটো পাতে মুখ দিয়েছি, ছিঃ ছিঃ, তুই আমাকে ঠকিয়েছিস, বেশ্যা মেয়েছেলে। যা বেরো এখান থেকে।

ঝরিয়া স্তব্ধ। আঁকিয়ে বাবুর কাছে ও এটা আশা করেনি, ভদ্রলোকেরা বোধহয় এমনই হয়। পাঁকে নামে কিন্তু পাঁককে গায়ে লাগতে দেয় না। ঝরিয়া নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে আঁকিয়ে বাবুর বাড়ি থেকে।

বুধনের সঙ্গে একঘরে সে থেকেছে, কিন্তু তার মনে বুধনের জন্য কোনো প্রেম নেই। বুধনের জন্য আছে একটা মায়া। উঁচু জাতের মানুষদের সে ঘেন্না করে। কিন্তু এই আঁকিয়ে বাবু তার জীবনে প্রথম প্রেম। যেন প্রথম পুরুষের স্পর্শ। পুরুষের স্পর্শ যে কত সুন্দর সে তা কোনোদিন উপভোগ করেনি। তার সঙ্গে যা হয়েছে সেটা শুধু অত্যাচার। যন্ত্রণা...। প্রেম কী জিনিস সে আঁকিয়ে বাবুর কাছে না এলে জানতেও পারত না।

কিন্তু ভদ্রলোকদের জগতটা বড়ো ছোট। মনটা বড়ো খাটো। সেখানে নানা আগল। আর তাই তার জন্য আছে কেবল ঘৃণা। সে অচ্ছুত; সমাজ পরিত্যক্তা।

ঝরিয়া ভাবে কোথায় যাবে? বস্তিতে ফিরে যাবে? না। ওর নন্দিতার কথা মনে হয়। ও হাসপাতালে আসে। নন্দিতার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে। নন্দিতা সব শুনে বলে—তুই কি বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে চাস?

—না দিদিমণি। আমি ওকে জন্ম দেব। মানুষ করব। আমার পরিচয়েই ওকে বড় করব। ওর বাবার নাম লাগবে না। ও হবে ঝরিয়ার সন্তান।

নন্দিতা ঝরিয়ার পিঠে হাত রাখে—তোকে আর বস্তিতে ফিরতে হবে না। আমার মায়ের কাছে চলে যা। এখানেই থাকবি। আমি বলে দিচ্ছি। তুই শুধু বলবি তোর বর তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যা।

—ওখানে তো পারুলদি আছে। ও যদি মাসিমাকে সব বলে দেয়?

—পারুল ভালো মেয়ে, ও তোর পাশে সমব সময় থেকেছে। ভয় পাচ্ছিস কেন? লক্ ডাউন না হলে তোকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন কোথায় যাবি? ভয় নেই। কেউ তোকে কিছু বলবে না।

ঝরিয়া নন্দিতার বাড়ির পথে পা বাড়ায়, ভাবে কোন যাযাবরের রক্ত থেকে তার জন্ম? কোথাও সে থিতু হতে পারল না, ছোটবেলায় নিজের গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হলো। বস্তিতে আশ্রয় পেল। সেখান থেকে আঁকিয়ে বাবুর বাড়ি। সেখান থেকেও চলে আসতে হলো। ভালোবাসা তার জীবনে এলো কিন্তু তাকে ধরে রাখা গেল না। পদ্মপাতার জলের মতো ঝরে গেল। এত বড় আকাশের নীচে কোথাও তার স্থায়ী আস্তানা নেই। সে যেন অনন্ত পথের পথিক। শুধু হেঁটে চলা। তার কোনো গন্তব্য নেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২৭ নভেম্বর শেষ হল বর্ধমান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলা।

# রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্মেলন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ২০তম সম্মেলন হয়ে গেল কর্মচারী ভবনে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক ও কর্মচারী আন্দোলনে নেতা করালী চ্যাটার্জী, সজল রাজা, বিদ্যুৎ দাস, দেবকুমার দত্ত, অভিজিৎ রায়, শংকর ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

২৫ জন মহিলা সহ ২৬৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছায়া মণ্ডলকে সভাপতি, বিদ্যুৎ দাসকে সম্পাদক, দেবকুমার দত্তকে যুগ্ম-সম্পাদক ও শংকর ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ নিবাচিত করে এবং ৫৩ জনের জেলা কমিটি ও ১৯ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর নির্বাচিত হয়।

# জেল হওয়া সরকারী কর্মী চৈতন্য হেমব্রমকে সংবর্ধনা মেমারিতে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ নভেম্বর, মেমারি :** ২৩ নভেম্বর রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি সহ ২৭টি কর্মচারী সংগঠন এর যৌথ মঞ্চের ডাকে তিন দফা দাবি যথা— অবিলম্বে ৩৮ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করন এবং স্বচ্ছ ভাবে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা, ভিত্তিতে বিধানসভা অভিযান ছিল যা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি। এমন নয় যে কর্মচারী সমাজ বিনা নোটিশে এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সারা বিশ্ববাসীও প্রত্যক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গের অপদার্থ ও কাপুরুষের সরকার কর্মচারীদের মুখোমুখি হতে ভয় পেলো। সেখানে পুলিশ মারধোর করে ৪৭ সরকারী কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে মহিলাসহ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মী ছিলেন। যদিও সেই তাদের মিথ্যা মামলা দিয়েও আটকে রাখতে পারেনি কোর্ট তাঁদের মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ২ জন তাদের মধ্যে মেমারির কো-অর্ডিনেশন কমিটির লড়াকু নেতা ও সরকারী কর্মী চৈতন্য হেমব্রম। এই বীরযোদ্ধাকে কৃষিদপ্তরের সামনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মেমারি ১ ব্লক শাখার উদ্যোগে সংবর্ধনা দেওয়া হলো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌমিত্র ব্যানার্জী, অভিজিত রায়, সন্দীপ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত মান্ডি, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য সহ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা।

# রানিগঞ্জে তিন শহিদকে স্মরণ

**মলয়কান্তি মণ্ডল, রানিগঞ্জ, ২৬ নভেম্বর :** আজ থেকে পঞ্চাশবছর আগে ১৯৭৩ সালের ২৬ নভেম্বর। রানিগঞ্জের বল্লভপুর পেপারমিলের তিনজন শ্রমিককে লালঝাণ্ডার ইউনিয়ন করার অপরাধে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো তৎকালীন কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী। মনসুর আলি, নিখিল বোস, রবীন সেন (ছোট)-র রক্তে ভেসেছিল বল্লভপুরের মাটি। সেই শহিদদের পঞ্চাশ বছরে যথাযথ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিপিমিল মজদুর ইউনিয়ন। শহিদ পরিবারের সদস্যরা স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের নেতা অনুপ মিত্র, আজাদী প্রসাদ, সুপ্রিয় রায়। সভাপতিত্ব করেন বিপিমিল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত।

—প্রথম পাতার পর

# তাঁতশিল্পী আত্মঘাতী

এলাকাগুলিতে। সাধারণত এখানে ঢাকাই জামদানি শাড়ি বেশি উৎপাদন হয়। আর এই শাড়ি বেশির ভাগই বুনতেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা পরিযায়ী তাঁত শ্রমিকরা। কিন্তু লকডাউনে তারা ফিরে যাওয়ার পর আর এদিকে কেউ পা বাড়াননি। অন্যদিকে জীবন জীবিকার টানে এখানকার তাঁত মালিকরা নিজেরাই শ্রমিক হয়ে গিয়ে তাঁতে বসে যান। কাপড় বুনলে কি হবে, উৎপাদিত তাঁত কাপড়ের কোন বেচাকেনা নেই। খরিদ্দার না থাকায় ১২০০ টাকা মূল্যের কাপড়ের দাম নেমে এসেছে মাত্র সাড়ে চারশো টাকায়। ফলে চরম ক্ষতির মুখে তাঁত শিল্পীরা। আত্মঘাতী স্বপন বসাক সেই ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের মধ্যে একজন।

# পাখি-চোখ-৩

## বয়সের পরিণতি

রত্না রশীদ

বয়স মানুষকে পরিণত দৃষ্টির চশমা পরায়। তবু সে যে সব সময় ঠিকঠাক দেখতে বুঝতে পারবে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। বস্তুতঃ মানুষ (সবাই নয়) এমন জিনিষই দেখতে শুনতে স্মরণে তুলে রাখতে পছন্দ করে যাতে তার কোনো না কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে অথবা স্বার্থে চরম আঘাত লেগেছে। সাধারণ আলুনি ঘটনা স্মৃতি এমনি এমনি ধরে রাখে না।

বয়স্ক মানুষ জীবনের সার্থক দিনগুলো মধ্যাহ্নে পেরিয়ে এসেছে, এমনি এমনি তো আর বুড়ো হয়নি, রোদেও কাঁচা চুল পেকে যায়নি। প্রত্যেকের জীবনেই একটা সেরা সময় আসে, হতে পারে সেটা মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ন। সেই সময়টায় সংসারে এবং কর্মস্থানে তার কথাটাই শেষ কথা না হলেও ভীষণই দামি, গুরুত্বপূর্ণ। তাকে বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। এখন অপরাহ্ন পেরিয়ে সন্ধ্যেরাতে পৌঁছে সে আবিষ্কার করলো তার এতো দিনের পরিচিত পরিবেশে তাকে আর কারো অতো প্রয়োজন পড়ছে না। যে যার নিজের প্রয়োজন নিজের সামর্থ্য মতো মিটিয়ে নিচ্ছে। অবাক ব্যাপার! এখন অবসর গ্রহণ করে প্রাত্যহিক সময় বেড়ে হয়েছে ২৪ x ৩ কারণ অফিস যেতে তার প্রস্তুতি নিতে—৬ ঘন্টা টানা কাজ করতে বাড়ি ফেরত আসতে যে অযুত সময় হাত গলে বেরিয়ে যেতো তাতো সঞ্চয়ে রয়ে যাচ্ছে এখন। এখন তিনি তেমন বুড়ো হননি যে খাবেন আর ঘুমোবেন কেবল। হাতে সময় রয়েছে অথচ কেউ তাকে কোনো কাজ দিচ্ছে না। আসলে তার এতোদিনের দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতিতে সংসার নিজেকে চালু রাখার নিজস্ব প্যাটার্ন গড়ে নিয়েছে। আর কর্মস্থলেও তার পদ পূরণ হয়ে গেছে। তিনি এখন সর্বত্র বাড়তি। পরিবারের এক পার্মানেন্ট কুটুম্ব। তার কাছে কেউ কিছু প্রত্যাশ্যা করে না। এমত বিশাল গহ্বর সম্পন্ন নিঃশেষ শূন্যতা নিয়ে তিনি এখন করবেনটা কী? কী করবেন? কাকে দোষ দেবেন? তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছুই ঘটেনি। সংসার ভেসে যায়নি, কর্মক্ষেত্রে বিতাড়িত হয়নি, মোটামুটি মাথা উঁচু করেই বেঁচেছেন, সন্তানেরা সুপ্রতিষ্ঠিত—এমনটাই তো চেয়ে এসেছেন সারাজীবন। তবে এখন কিসের এই বিশাল গহ্বর নিকষ কালো শূন্যতা। হাতের উপচে পড়া সময় নিয়ে এখন কী করবেন! যখন সংসারে তাঁর সময়ের প্রয়োজন ছিল, কর্মস্থানের প্রয়োজনে তা দিতে পারেননি, আবার তখন তো কর্মস্থানেরও তাঁর অতিরিক্ত পরিষেবার প্রয়োজন ছিল যখন, সংসারের টানে তা পুরোপুরি দিতে পারেননি। দিয়েছেন ওই যেটুকু বাধ্য সার্ভিস রুলে, ঠিক ততটুকুই। কে তখন জানতো যে দুর্মূল্য সময়েও সন্ধ্যেবেলায় এসে এখন তিন পয়সা কিলো দরে বিকোতে হবে!

দূরদর্শী মানুষজন সময় জমান। জানেন মর্মে মর্মে, টাইম লস্ট ইজ সামথিং লস্ট্। জীবিকা ও জীবনের থেকে একটুকরো এক টুকরো করে সময় গুঁজে দেন সাহিত্য চর্চায়, সঙ্গীত সাধনায়, নিজের চির পছন্দের শিল্পচর্চা, বুদ্ধিচর্চা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে। মনে ও বুদ্ধিতে তিনি জং পড়তে দেননি,—চালু রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন নিয়মিত। এবার তাঁর হাতে লাগানো ছোটো ছোটো চর্চার চারাগুলি যখন বৃক্ষ হয়ে সুপক্ক ফল দিতে থাকবে, এখন অবসরে হাতে অনেকটা বাড়তি সময় পেয়ে যাবার জন্যে তিনি ওতে আরো আরো সময় ও মনোযোগ নিয়োগ করে ফলগুলি নিজের, পরিবারের, দেশের সেবার কাজে লাগিয়ে দেবেন। এটুকু পারা গেলে সম্ভবতঃ শূন্যতা কাছ ঘেঁষতে পারবে না।

সব বয়স্ক মানুষ স্বভাবতই এমন অনুকূল পরিবেশ পান না। চোখের সামনেই দেখি তো বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দিন যাপনের কী করুণ ছবি রোজ রোজ পায়ে হেঁটে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাঁদের সমস্যার ভিন্নরূপ। পরবর্তী সংখ্যায় এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো। এঁদের না হলো সংসার, না কহতব্য জীবিকা উপার্জন।

(চলবে)

# মশাল মিছিল

—প্রথম পাতার পর

রাখেন জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, জেলা সভাপতি প্রবীর ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির সঠিক তদন্তের দাবিতে ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষা করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আরও জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় সভা মঞ্চ থেকে। সভা শেষে সভাস্থল থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গেট পর্যন্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও এস.এফ.আই-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনকে সফল করতে মশাল মিছিল করা হয়। দীর্ঘদিন পর গোলাপবাগ চত্বরে মিছিল সংগঠিত হয়। এই সভা ও মিছিলে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও সাড়া পাওয়া গেছে।

# তাপসী গুপ্ত ও মিজবাহউদ্দিন আহমেদ-কে স্মরণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ নভেম্বর :** ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান শহর ১ এরিয়া কমিটির দুই সিপিআই(এম) সদস্য তাপসী গুপ্ত, সৈয়দ মিজবাহউদ্দিন আহমদের (মুক্ত দা) স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় আমোদবিহারী বসু ভবনে এ.বি.টি.এ হলে। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন জনার্দন রায়। তাপসী গুপ্ত স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বর্ণা সরকার, সৈয়দ মিজবাহউদ্দিন আহমেদ স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ঘনশ্যাম সরকার। স্মৃতিচারণ করেন সুপর্ণা ব্যানার্জী, দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার। উপস্থিত ছিলেন দুই প্রয়াত পরিবারের সদস্যগণ, উপস্থিত ছিলেন অপূর্ব চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায় প্রমুখ নেতবৃন্দ।

## নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি তপন রুইদাস পিতা—শিবপদ রুইদাস গ্রাম ও পোস্ট তেয়াণ্ডুল, থানা রায়না, জেলা পূর্ব বর্ধমান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার পিতা শিবপদ রুইদাস ও জ্যাঠামশায় অভিরাম রুইদাস উভয়ের পিতা প্রয়াত চণ্ডীচরণ রুইদাস যা রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড ও দলিল নং ০৩১৫১ তাং ২০০৯ এ উল্লেখ আছে। আধার কার্ডে পিতার নাম শিবপদ ও এল.আর পর্চায় তাঁর নাম শিবপদ বায়েন পিতা চণ্ডীচরণ বায়েন এবং জ্যাঠামশায় নামিত পর্চায় অভিরাম বায়েন পিতা চণ্ডীচরণ বায়েন নথিভুক্ত আছে, শিবপদ, শিবপদ্ বায়েন ও শিবপদ রুইদাস পিতা প্রয়াত চণ্ডীচরণ রুইদাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। অনুরূপ অভিরাম বায়েন, অভিরাম রুইদাস পিতা প্রয়াত চণ্ডীচরণ রুইদাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ফলে আমাদের ওয়ারিশরা সকলে বায়েন পদবী বদলে রুইদাস পদবীতে পরিচিত।


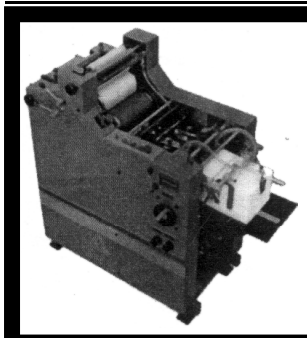

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা